জঙ্গিপুর সংবাদের নিয়মাবলী

বিজ্ঞাপনের হার প্রতি সপ্তাহের জন্য প্রতি লাইন ৫০ নয়া পয়সা। ২৲ দুই টাকার কম মূল্যে কোন বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয় না। স্থায়ী বিজ্ঞাপনের দর পত্র লিখিয়া বা স্বয়ং আসিয়া করিতে হয়।

ইংরাজী বিজ্ঞাপনের চার্জ্জ বাংলার দ্বিগুণ

সডাক বার্ষিক মূল্য ৩৲ টাকা ২৫ নয়া পয়সা

নগদ মূল্য ছয় নয়া পয়সা

শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত, রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ

Registered
No. C. 853

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

বহরমপুর এক্সরে ক্লিনিক

জল গম্বুজের নিকট

পোঃ বহরমপুর ঃ মুর্শিদাবাদ

জেলার প্রথম বেসরকারী প্রচেষ্টা

★ বিশেষ যত্ন সহকারে রোগিদের এক্সরের সাহায্যে রোগ পরীক্ষা করিয়া ব্যবস্থা করা হয়।

★ যথা সত্বর কাজ করা আমাদের বিশেষত্ব।

★ কলিকাতার মত এক্সরে করা হয়।

★ দিবারাত্রি খোলা থাকে।

জেলাবাসীর সহানুভূতি ও সহযোগিতা প্রার্থনীয়।

৪৫শ বর্ষ } রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ—২০শে ফাল্গুন বুধবার ১৩৬৫ ইংরাজী 4th Mar. 1959 { ৪১শ সংখ্যা

১৩ই ফাল্গুন ১৮৮০ শকাব্দ

মনোমত

সুন্দর, সস্তা আর মজবুত

জিনিষ যদি চান তা হ'লে

আরতির

"রাণী রাসমণি"

শাড়ী ও ধুতি কিনুন।

কাপড়কে সব দিক থেকে আপনাদের পছন্দমত করার সকল যত্ন সত্ত্বেও যদি কোন ত্রুটি থাকে, তাহ'লে দয়া ক'রে জানাবেন, বাধিত হ'ব এবং ত্রুটি সংশোধন করবো।

আরতি কটন মিলস্ লিঃ

দাশনগর, হাওড়া।

লিভার ও পেটের পীড়ায়

কুমারেশ

হাতে কাটা

বিশুদ্ধ পৈতা

পণ্ডিত-প্রেসে পাইবেন।

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

২০শে ফাল্গুন বুধবার সন ১৩৬৫ সাল।

রকম রকম পণ্ডিতের রকম রকম বিদ্যা !

—০—

এক পল্লীগ্রামে এক বিদ্যাশূন্য ভট্টাচার্য্য ছিলেন। তিনি 'ক' অক্ষর পর্য্যন্ত জানিতেন না। লোকের কাছে শুনে শুনে এক শো পর্য্যন্ত গণতে পারতেন। প্রতি মাসে সংক্রান্তি কবে তাই কোন লেখাপড়া জানা লোকের কাছে শুনে নিতেন। তার পরদিন হ'তে একটি ভাঁড়ে একটি ক'রে খোলাংকুচি কুড়িয়ে রাখতেন। গ্রামের লোক সব নিরক্ষর কৃষক। এই বিদ্যাশূন্য ব্রাহ্মণকেই তারা মহাপণ্ডিত ব'লে জানতো। যখন কোনও লোকের আজ মাসের কত তারিখ জানার দরকার হতো পণ্ডিত মহাশয়ের কাছে জিজ্ঞাসা করতো। পণ্ডিত মশাই তাকে বলতেন—জিজ্ঞাসা করলেই তো হয় না। দাঁড়া পঞ্জিকা দেখি, দেখে বলছি। বাড়ী এসে ভাঁড়ের খোলাংকুচিগুলি গ'ণে যত হতো তত তারিখ বলে দিতেন। পণ্ডিত মশায়ের একটি ছোট কন্যা ছিল, সে বাবার খোলাংকুচি ভাঁড়ে একখানা ক'রে জমা করতে দেখে একদিন পথে হ'তে অনেক খোলাংকুচি কুড়িয়ে এনে তাই দিয়ে বাবার ভাঁড়টি পূর্ণ ক'রে রেখেছে। সেইদিন একজন তারিখ জিজ্ঞাসা করতে এলে পণ্ডিত মশাই পঞ্জিকা দেখতে এসে দেখেন ভাঁড় ভরা খোলাংকুচি। কি করবেন? ভাঁড় হ'তে দু, তিন আঁজল খোলাংকুচি ফেলে দিয়ে গণে দেখলেন ৪১ একচল্লিশ খানা হলো। চাষাকে বলে দিলেন—আজ মাসের একচল্লিশে। চাষা লেখাপড়া না জান্‌লেও এ জ্ঞান তার ছিল যে, বাংলা মাস বত্রিশ দিনের বেশী হয় না। সে পণ্ডিত মশাইকে বলে উঠলো—ঠাকুর চাষা পেয়ে যা তা বল্‌লেই মান্‌বো মনে করেছো। বত্রিশ দিনের বেশি আর আটাশ দিনের কম মাস হয় না তা জানি। তখন পণ্ডিত মশাই বলে উঠলেন—তাও তিন আঁজল খোলাংকুচি ফেলে দিয়েছি নইলে শুনে আরও অবাক হ'য়ে মরতিস্ বেটা! চাষা পণ্ডিতের পাঁজির ইতিহাস শুনে পণ্ডিতের বিদ্যার বহর বুঝলো। এক বাঙ্গালী পণ্ডিতের কথা শুন্‌লেন এবার এক হিন্দুস্থানী পণ্ডিতজী মহারাজের বিদ্যার কথা শুনুন—

এ পণ্ডিতজী হিন্দী জানেন কি না তা তিনিই জানেন। তবে তিনি বাংলা দেশে অনেক গুণগ্রাহী ভক্ত শিষ্য পেয়েছিলেন—এটা আমরা জানি, আর তিনি বাংলা অক্ষর জান্‌তেন না তার প্রমাণ আমরা পেয়েছি।

পণ্ডিতজী বাংলা মুলুকে শিষ্য ভক্তদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করতে সময় সময় আসতেন। একদিন এক গ্রামে তাঁর শুভাগমন হয়েছে। এক শিষ্যের বৈঠকখানায় বঙ্গাক্ষরে মুদ্রিত সংস্কৃত রামায়ণ পাঠ করছে, কয়েকটি শিষ্যও সেখানে সমবেত হয়েছে। যিনি পুস্তক পাঠ করছেন তিনি পড়িলেন—**"রামো-বচনমব্রবীৎ"** উপস্থিত বক্তা ও শ্রোতাদের মধ্যে এই বাক্যটীর অর্থ কি—এই নিয়ে তর্ক উপস্থিত হলো। এমন সময়ে গুরুদেব পণ্ডিতজী সেখানে উপস্থিত হলেন। সকল ভক্ত-শিষ্য প্রণাম ক'রে পদধূলি নেওয়ার পর তর্কের বিষয়—

রামোবচনমব্রবীৎ

বাক্যের ব্যাখ্যার ভার পণ্ডিতজী নিলেন তিনি অর্থ করলেন—ইয়ে তো সিধা বাত্ হ্যায়—**রাম** তো সবকেই জাননা! শিষ্যরা একবাক্যে বলে উঠ্‌লো—ভগবান রামচন্দ্র। পণ্ডিতজী—রাম বচনম্। যাঁহা রাম হ্যায় তাঁহা লছমন্‌জী রহনা চাহি। রাম বচনম্—রাম ঔর্ লছমনম্ জিসকা বাদ **মব্রবী**—যাঁহা রাম হ্যায়, লছমন্ হ্যায় তাঁহা সীতামায়ী কো রহনা চাহি। অব্রবী হ্যায় তো সীতামায়ী হ্যায়। তিন মূরত এক স্থান মে আবির্ভূৎ হ্যায়। **"রাম বচন মব্রবী"**—তো হলো এখনও বাকি এক অচ্ছর ৎ (খণ্ড ৎ) শিষ্যগণ গুরুদেব পণ্ডিতজীকে দেখাইল 'ৎ' ইয়া কোন্ দেওতা মহারাজ! অক্ষরটির চেহারা দেখিয়া পণ্ডিতজীর মালুম হলো এতো ঠিক হনুমানের লেজের মত। তখন তিনি বলিলেন দেখ্‌তা নেহি ইয়ো তো মহাবীর হনুমানজীকা লাঙ্গুল হ্যায়। যাঁহা লাঙ্গুল হ্যায় তঁহা খুদ হনুমানজী আবির্ভূৎ হ্যায়। আব্ ঠিক হোগিয়া রাম লছমন্ সীতামায়ী ঔর হনুমানজী এই চারো মূরত দেওতা। ই ব্যাখ্যা তো সিধা। আব্ সমঝা? সকলে সম্মতিসূচক মস্তক নাড়িলেন। কিন্তু প্রায় দ্বাদশ বৎসর হ'তে এক মহা পণ্ডিতজী দুর্ভাগা ভারতের গুরুস্থানে আবির্ভূত হ'য়ে যে লীলা আরম্ভ করেছেন লোক তাঁর শাস্ত্রজ্ঞান সইতে আর না পেরে পশ্চিম বাংলার বিধান মণ্ডলী গুরু মহারাজের নির্দ্দেশ না মেনে গুরুদ্রোহী অপরাধে অপরাধী হ'তেও ভয় করে নি। ৯ই ফাল্গুন গোলদীঘির পারে অবস্থিত ইউনিভারসিটি ইন্‌ষ্টিটিউটে বহু বাঙালী গুরু নিন্দা করিতেও পশ্চাৎপদ হন নাই। কতদিন ইনি সারা ভারতকে হনুমানজীকা লাঙ্গুল দেখাবেন তা বিধাতাও বোধ হয় জানেন কি না সন্দেহ।

যে পণ্ডিতের পাণ্ডিত্যের দুইটি গল্প দিলাম এমন পণ্ডিত আমাদের অদৃষ্টে অনেক জুটিয়াছেন। "পণ্ডিত" আর "ডাঃ" দেশ ভরে গেছে এই যে আমরা নিলামের বিজ্ঞাপন ছাপা বিদ্যা নিয়ে চাটিম চাটিম বুলি ছাড়ি আমরাও নামের শেষে "পণ্ডিত" উপাধি লিখি। শরৎ পণ্ডিতের একটি পৌত্র পাঠশালায় পড়ে বয়স ৫ বৎসর তারও নাম সমীর-কুমার পণ্ডিত। কাজেই পণ্ডিতেরা (যাঁরা সত্যিকার পণ্ডিত) বলেন—পণ্ডা অর্থাৎ "বেদোজ্জ্বলা" বুদ্ধি যাঁর আছে তিনিই পণ্ডিত। আর যিনি সব কাজ পণ্ড করিতে মজবুত তিনিই আমাদের মত পণ্ডিত। এই সর্ব্ব বিষয়ে পণ্ডকারী পণ্ডিত যে দেশে কর্তৃত্ব পেয়ে কি অনর্থ করে তা স্বাধীন ভারত হাড়ে হাড়ে অনুভব করছে।

কেরোসিন সঙ্কট মোচনে সরকারী প্রচেষ্টা

অধিক পরিমাণে কেরোসিন আমদানী করিবার জন্য তেল কোম্পানিগুলিকে অতিরিক্ত বিদেশী মুদ্রা দেওয়ার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। তেল সরবরাহের উপর সর্ব্বপ্রকার বাধানিষেধ দূর করিবার জন্য নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে। আশা করা যাইতেছে যে অতি সত্বরই কেরোসিন তেল প্রাপ্তির সর্ব্বপ্রকার অসুবিধা বিদূরিত হইবে। —জেলা প্রচার সংস্থা

১৯৫৬ সালের সংবাদপত্র রেজিষ্ট্রেশান (কেন্দ্রীয়) আইনের ৮ ধারা অনুযায়ী মালিকানা ও অন্যান্য বিষয়ক বিবরণ।

ফরম ৪

জঙ্গিপুর সংবাদ

(সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র)

১। যে স্থান হইতে প্রকাশিত হয়—জঙ্গিপুর সংবাদ কার্য্যালয়, পণ্ডিত-প্রেস, চাউলপটী, পোঃ রঘুনাথগঞ্জ, জেলা মুর্শিদাবাদ (পঃ বঙ্গ)

২। প্রকাশের সময়-ব্যবধান—সাপ্তাহিক

৩, ৪, ৫। মুদ্রাকর, প্রকাশক ও সম্পাদকের নাম—শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত
জাতি—ভারতীয় নাগরিক
বাসস্থান—চাউলপটী, পোঃ রঘুনাথগঞ্জ
জেলা মুর্শিদাবাদ (পঃ বঙ্গ)

৬। এই সংবাদপত্রের স্বত্বাধিকারী অথবা যে সকল অংশীদার মূলধনের এক শতাংশের অধিক অংশের অধিকারী তাঁহাদের নাম ও ঠিকানা—
স্বত্বাধিকারী—শ্রীশরৎচন্দ্র পণ্ডিত,
পণ্ডিত-প্রেস, চাউলপটী, পোঃ রঘুনাথগঞ্জ
জেলা মুর্শিদাবাদ (পঃ বঙ্গ)

আমি, শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত, এতদ্দ্বারা ঘোষণা করিতেছি যে উপরোক্ত বিবরণসমূহ আমার জ্ঞান ও বিশ্বাসমতে সত্য।

তারিখ ৩রা মার্চ্চ, ১৯৫৯ — স্বাক্ষর—শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত
রঘুনাথগঞ্জ — প্রকাশক।

নিলামের বিজ্ঞপ্তি

এতদ্দ্বারা সর্ব্বসাধারণকে জানানো যাইতেছে যে আগামী ইংরাজী ৮।৩।৫৯ তারিখ বেলা ১২½ টায় নিম্নস্বাক্ষরকারীর এজলাসে ১৩৬৬ সালের জন্য কয়েকটি ফেরীঘাট ও জলকর প্রকাশ্য নিলাম ডাকে ইজারা বন্দোবস্ত হইবে। এই সমস্ত ফেরীঘাট ও জলকরের তালিকা, নিলামের সর্তাবলী নিম্নস্বাক্ষরকারীর অফিসের নোটীশ বোর্ডে, মিউনিসিপ্যাল দপ্তরে, মহকুমা ভূমিসংস্কার অফিসের নোটীশ বোর্ডে, সংশ্লিষ্ট থানা ও ইউনিয়ন বোর্ডে দেখিতে পাওয়া যাইবে।

স্বাঃ এস, চৌধুরী,
মহকুমা শাসক, জঙ্গীপুর।

"স্মারং স্মারং স্বগৃহ-চরিতং দারুভূতো মুরারিঃ।"

স্নানার্থিনীদের সম্মুখে জগন্নাথ দেব আবির্ভূত হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—

—মা এঘাটে ডুবোন জল আছে মা ?

প্রথমা—বাবা ডুবোন জল নিয়ে কি করবেন ?

জগন্নাথ—মা দেশ স্বাধীন হলো। স্বাধীন সরকার—বিরোধী দলের কাছে ভোটে সভায় হেরে গেল ! ডুবে মরবো—মা।

দ্বিতীয়া—বাবা ! যত জলই থাক ডুবে মরার যে উপায় নাই। আপনি যে দারুভূতো মুরারি' ডুবা হবে না ভেসে উঠবেন প্রভু !

জগন্নাথ প্রভু—মরাও হবে না ! এমনি অদৃষ্ট ! স্বয়ং নীলকণ্ঠ নাম নিয়ে শিব বিষ খেয়েও মরেনি !

আমাদের অবকাশ

আমরা পূজার অবকাশ লই নাই। গত ৬ই ফাল্গুন এক সপ্তাহ অবকাশ লইয়াছি এবং আগামী ২৭শে ফাল্গুন এক সপ্তাহ অবকাশ লইব। পুনরায় ৪ঠা চৈত্র 'জঙ্গিপুর সংবাদ' বাহির হইবে।

লিভার ও পেটের পীড়ায়
কুমারেশ

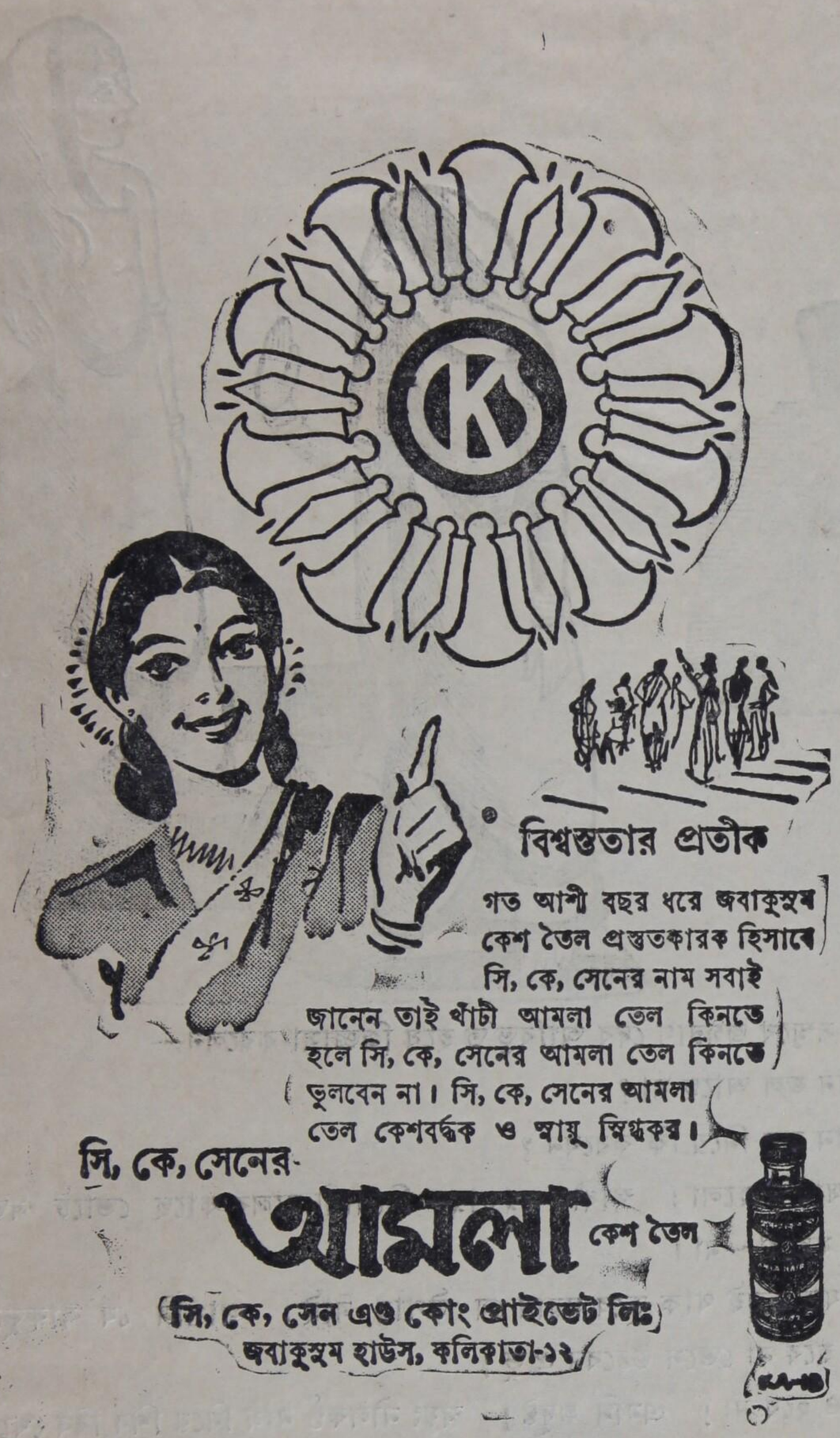

দি আর্ট ইউনিয়ন প্রিণ্টিং ওয়ার্কস

৫৫।৭, গ্রে ষ্ট্রীট, পোঃ বিডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৬

টেলিগ্রাম : "আর্টইউনিয়ন" টেলিফোন : বড়বাজার ৪১৮

প্রাথমিক, মধ্য ও উচ্চ বিদ্যালয়ের
যাবতীয় ফরম, রেজিষ্টার, গ্লোব, ম্যাপ, ব্লাকবোর্ড এবং
বিজ্ঞান সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি ইত্যাদি
ও
ইউনিয়ন বোর্ড, বেঞ্চ, কোর্ট, দাতব্য চিকিৎসালয়,
কো-অপারেটিভ রুরাল সোসাইটী, ব্যাঙ্কের
যাবতীয় ফরম ও রেজিষ্টার ইত্যাদি
সর্ব্বদা সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়

* * *

রবার ষ্ট্যাম্প অর্ডারমত যথাসময়ে প্রস্তুত ও ডেলিভারী হয়

আমেরিকায় আবিষ্কৃত

ইলেকট্রিক সলিউসন

— দ্বারা —

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়ঃ—

আবিষ্কৃত হয় নাই সত্য কিন্তু যাঁহারা জটিল রোগে ভুগিয়া জ্যান্তে মরা হইয়া রহিয়াছেন, স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য, যৌবনশক্তিহীনতা, স্বপ্নবিকার, প্রদর, অজীর্ণ, অম্ল, বহুমূত্র ও অন্যান্য প্রস্রাবদোষ, বাত, হিষ্টিরিয়া, সূতিকা, ধাতুপুষ্টি প্রভৃতিতে অব্যর্থ পরীক্ষা করুন! আমেরিকার সুবিখ্যাত ডাক্তার পেটাল সাহেবের আবিষ্কৃত তড়িৎশক্তিবলে প্রস্তুত ইলেকট্রিক সলিউসন' ঔষধের আশ্চর্য্য ফল দেখিয়া মন্ত্রমুগ্ধ হইবেন। প্রতি বৎসর অসংখ্য মুমুর্ষু রোগী নবজীবন লাভ করিতেছে। প্রতি শিশি ১॥০ টাকা ও মাশুলাদি ১৵০ এক টাকা তিন আনা।

সোল এজেণ্ট :—**ডাঃ ডি, ডি, হাজরা**

ফতেপুর, পোঃ—গার্ডেনরিচ, কলিকাতা—২৪

অরবিন্দ এণ্ড সন্স

মহাবীরতলা পোঃ জঙ্গিপুর (মুর্শিদাবাদ)

ঘড়ি, টর্চ, ফাউণ্টেন পেন, চশমা, সেলাই মেসিনের পার্টস্, সাইকেলের পার্টস্ এখানে নূতন কিনিতে পাইবেন।

এখানে সকল প্রকার সেলাই মেসিন, সাইকেল, ফটো-ক্যামেরা, ঘড়ি, টর্চ, টাইপ রাইটার, গ্রামোফোন ও যাবতীয় মেসিনারী সুলভে সুন্দররূপে মেরামত করা হয়। পরীক্ষা প্রার্থনীয়

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত-প্রেসে—শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত কর্ত্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।